ক্রাইসিস ডকুমেন্টেশন সেন্টার-ক্রিডো’র প্রতিবেদন

ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে ২৩ দিনে ৬ জন আটক

২৬ মার্চ — ১৭ এপ্রিল ২০২৬

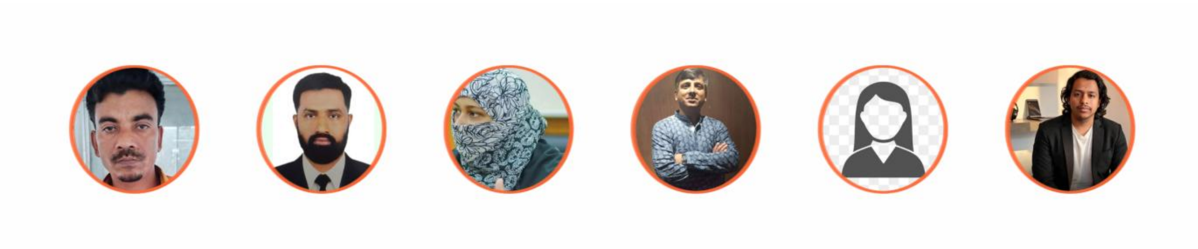

প্রতিবেদনের তারিখ	১৯ এপ্রিল ২০২৬
পর্যবেক্ষণকাল	২৬ মার্চ — ১৭ এপ্রিল ২০২৬ (২৩ দিন)
মোট আটক	৬ জন (ফেসবুক কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে)
তথ্যসূত্র	প্রথম আলো, বিবিসি বাংলা, ডয়চে ভেলে বাংলা, আমার দেশ, জাগো নিউজ, বাংলা ট্রিবিউন, এনটিভি, কালবেলা, আজকের পত্রিকা, আমার বিক্রমপুর ও একুশে সংবাদ

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের পর বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের একটি উদ্বেগজনক ধারা লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রতিবেদনে ২৬ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল ২০২৬ — মাত্র ২৩ দিনের ব্যবধানে — ফেসবুকে পোস্ট দেয়াকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ৫টি ঘটনায় ৬জন ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলো নথিভুক্ত করা হয়েছে।

আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দুইজন জামায়াত কর্মী, একজন ব্যবসায়ী, একজন যুবলীগের নেতা, উক্ত যুবলীগ নেতার স্ত্রী এবং একজন অ্যাক্টিভিস্ট। অর্থাৎ আটককৃতরা কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আদালত অবমাননা ছাড়া বাকি ৪টি ঘটনায় কোনো মামলা ও পরোয়ানা ছাড়াই আটক করা হয়। এর মধ্যে দুটি ঘটনায় ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার (বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার) ব্যবহার করা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী আইন ও সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ব্যবহারও দেখা যায়।

দুটি ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিরুদ্ধে ও একটি ঘটনায় চিফ হুইপের বিরুদ্ধে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে আটক/গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। তবে এর মধ্যে কোনোটিতেই যার বিরুদ্ধে পোস্ট, তিনি বা তাঁর দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মামলা বা অভিযোগ করেনি, বরং দলীয় নেতারা এসব অভিযোগ এনেছেন।

আদালত অবমাননার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি তাঁর পোস্টে লাইক, 'অবমাননাকর মন্তব্য' ও শেয়ারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথাও বলা যায়। সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের জন্য আইনী ব্যবস্থা না হলেও লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের জন্য ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন নজির স্থাপন করেছে।

নথিভুক্ত ঘটনাসমূহ

নিচের সারণিতে ২৩ দিনে ঘটে যাওয়া ৫টি ঘটনায় ৬ জন আটকের ঘটনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো:

	তারিখ	স্থান	আটককৃত ব্যক্তি	অভিযোগ / পরিস্থিতি
১	২৬ মার্চ ২০২৬	ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা	আজিজুল হক (৩৫), জামায়াত কর্মী	প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট শেয়ার; মামলা ছাড়াই ৫৪ ধারায় আটক
২	৩ এপ্রিল ২০২৬	মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর	শাওন মাহমুদ, যুবক	প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে পোস্ট; পুরাতন নাশকতার মামলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার
৩	৫ এপ্রিল ২০২৬	ভোলা	বিবি সওদা, জামায়াত নারী কর্মী	৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার; পরে জামিন পান
৪	৮ এপ্রিল ২০২৬	ঢাকা, মিরপুর-১০	ইসমত জেরিন (এমএইচ পাটোয়ারীর স্ত্রী)	ফেসবুকে ট্রাইব্যুনাল নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট দেয়ার অভিযোগে আটক
৫	১২ এপ্রিল ২০২৬	ঢাকা, মিরপুর-১০	পাটোয়ারী বাবু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা	একই অভিযোগে ২ মাসের কারাদণ্ড
৬	১৭ এপ্রিল ২০২৬	ঢাকা, শেরেবাংলা নগর	হাসান নাসিম (৩৫), কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও অ্যাক্টিভিস্ট	সরকারের সমালোচনামূলক পোস্টের অভিযোগে ডিবি কর্তৃক বাসা থেকে তুলে নেওয়া; পরে কারাগারে প্রেরণ

ঘটনা ১: আজিজুল হক, ময়মনসিংহ (২৬ মার্চ ২০২৬)

আজিজুল হক (৩৫), মুক্তাগাছা উপজেলার ঝনকা বাজার এলাকার বাসিন্দা, এবং স্থানীয় একটি নার্সারির মালিক। গণমাধ্যমে তাঁর পরিচয় হিসেবে জামায়াত কর্মী/সমর্থক বলা হয়। দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনে লেখা হয় "স্থানীয় লোকজনের দাবি, তিনি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক"। এতে মুক্তাগাছা উপজেলা জামায়াতের আমির শামসুল হকের উদ্বৃতি উল্লেখ করা হয়– "আজিজুল হক দায়িত্বশীল কোনো পদে না থাকলেও তাঁদের সমর্থক। তিনি অশিক্ষিত মানুষ।"

তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি ফেসবুক পেজ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। অজ্ঞাতনামা এক নারীর পাশে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ছবি বসিয়ে সেটি 'তারেক রহমান ব্লগ' নামে একটি আইডি থেকে ফেসবুকে পোস্ট করা হয়েছিল। আজিজুল

হকের অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্টটি শেয়ার করা হয়। এরপরই মুক্তাগাছায় বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।

এক পর্যায়ে ২৬ মার্চ মধ্যরাতে ঝনকা বাজার থেকে আজিজুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ মামলা দায়ের করার আগেই ৫৪ ধারায় তাকে আদালতে পাঠায় এবং বিচারক তাকে কারাগারে প্রেরণ করে। গ্রেফতারের পরদিন সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ও সন্ত্রাস দমন আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. ফজলু।

ঘটনা ২: শাওন মাহমুদ, মুন্সিগঞ্জ (২ এপ্রিল ২০২৬)

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে শাওন মাহমুদ নামের এক যুবককে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

"বাংলাদেশের জনগণ তারেক রহমানের কোনো খারাপ দিক বলতে পারবে না। এমন একজন মানুষকে নিয়ে কটুক্তি আমরা মেনে নেব না।"

যুবদল কর্মী উজ্জ্বল খান

তাঁর ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাকে প্রথমে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা আটক করে, তারপর পুলিশে দেয়। পুলিশের বক্তব্য, তিনি কোন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি না। তাকে একটা পুরাতন নাশকতার মামলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ঘটনা ৩: বিবি সওদা, ভোলা (৫ এপ্রিল ২০২৬)

ভোলায় বিবি সওদা নামে জামায়াতের এক নারী কর্মীকে ৫ এপ্রিল রাত ১১টার দিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিষয়টি দেশজুড়ে আলোচিত হয়। সংসদেও তাঁর মুক্তির দাবি ওঠে। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল, "সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ শাস্তি যোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত মর্মে যৌক্তিকভাবে সন্দিগ্ধ হওয়ায়" হওয়ার পুলিশ ৫৪ ধারায় তাকে গ্রেপ্তার করে।

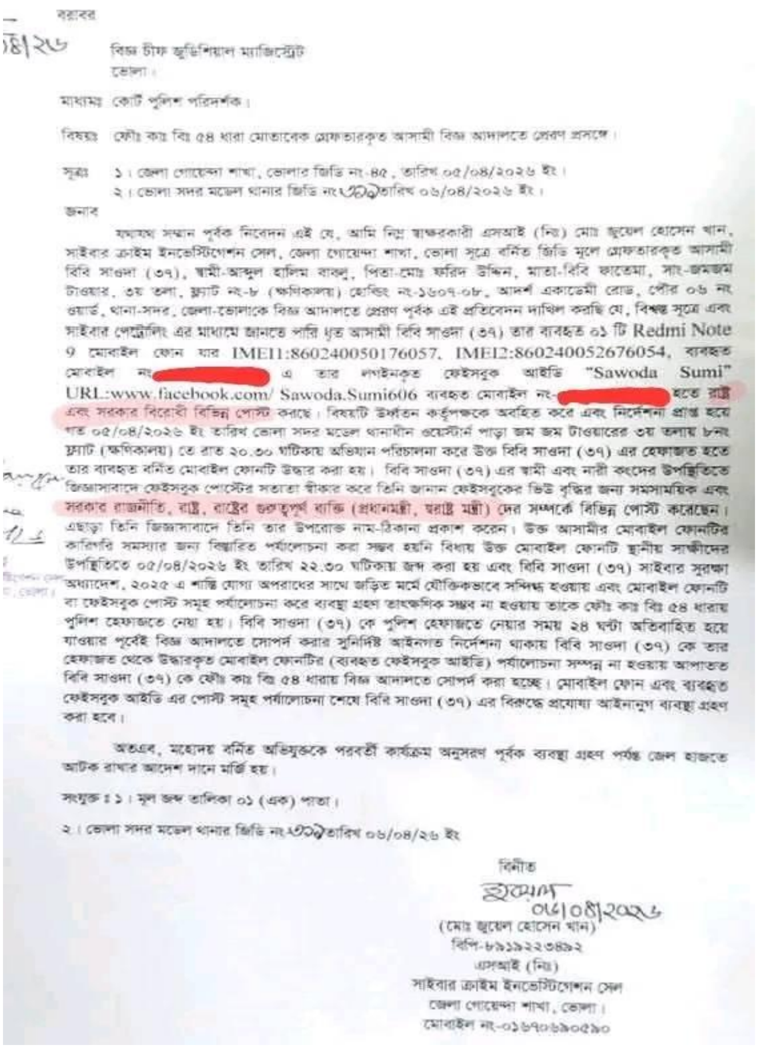

বরাবর
বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
ভোলা।

মাধ্যমঃ কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক।

বিষয়ঃ ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫৪ ধারা মোতাবেক গ্রেফতারকৃত আসামী বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। জেলা গোয়েন্দা শাখা, ভোলার জিডি নং-৪৫, তারিখ ০৫/০৪/২০২৬ ইং।
২। ভোলা সদর মডেল থানার জিডি নং-৩০৭ তারিখ ০৬/০৪/২০২৬ ইং।

জনাব

যথাযথ সম্মান পূর্বক নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এসআই (নিঃ) মোঃ জুয়েল হোসেন খান, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল, জেলা গোয়েন্দা শাখা, ভোলা সূত্রে বর্নিত জিডি মূলে গ্রেফতারকৃত আসামী বিবি সাওদা (৩৭), স্বামী-আব্দুল হালিম বাবলু, পিতা-মোঃ ফরিদ উদ্দিন, মাতা-বিবি ফাতেমা, সাং-জমজম টাওয়ার, ৩য় তলা, ফ্ল্যাট নং-৮ (ফনিকালয়) হোল্ডিং নং-১৬০৭-০৮, আদর্শ একাডেমী রোড, পৌর ০৬ নং ওয়ার্ড, থানা-সদর, জেলা-ভোলাকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ পূর্বক এই প্রতিবেদন দাখিল করছি যে, বিশ্বস্ত সূত্রে এবং সাইবার পেট্রোলিং এর মাধ্যমে জানতে পারি ধৃত আসামী বিবি সাওদা (৩৭) তার ব্যবহৃত ০১ টি Redmi Note 9 মোবাইল ফোন যার IMEI1:860240050176057, IMEI2:860240052676054, ব্যবহৃত মোবাইল নং-[redacted] এ তার লগইনকৃত ফেইসবুক আইডি "Sawoda Sumi" URL:www.facebook.com/ Sawoda.Sumi606 ব্যবহৃত মোবাইল নং-[redacted] হতে রাষ্ট্র এবং সরকার বিরোধী বিভিন্ন পোস্ট করছে। বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে গত ০৫/০৪/২০২৬ ইং তারিখ ভোলা সদর মডেল থানাধীন ওয়েস্টার্ন পাড়া জম জম টাওয়ারের ৩য় তলায় ৮নং ফ্ল্যাট (ফনিকালয়) তে রাত ২০.৩০ ঘটিকায় অভিযান পরিচালনা করে উক্ত বিবি সাওদা (৩৭) এর হেফাজত হতে তার ব্যবহৃত বর্নিত মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়। বিবি সাওদা (৩৭) এর স্বামী এবং নারী ফোর্সের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদে ফেইসবুক পোস্টের সত্যতা স্বীকার করে তিনি জানান ফেইসবুকের ভিউ বৃদ্ধির জন্য সমসাময়িক এবং সরকার রাজনীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) দের সম্পর্কে বিভিন্ন পোস্ট করেছেন। এছাড়া তিনি জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তার উপরোক্ত নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। উক্ত আসামীর মোবাইল ফোনটির কারিগরি সমস্যার জন্য বিস্তারিত পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি বিধায় উক্ত মোবাইল ফোনটি স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ০৫/০৪/২০২৬ ইং তারিখ ২২.৩০ ঘটিকায় জব্দ করা হয় এবং বিবি সাওদা (৩৭) সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এ শাস্তি যোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত মর্মে যৌক্তিকভাবে সন্দিগ্ধ হওয়ায় এবং মোবাইল ফোনটি বা ফেইসবুক পোস্ট সমূহ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ তাৎক্ষণিক সম্ভব না হওয়ায় তাকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫৪ ধারায় পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়। বিবি সাওদা (৩৭) কে পুলিশ হেফাজতে নেয়ার সময় ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করার সুনির্দিষ্ট আইনগত নির্দেশনা থাকায় বিবি সাওদা (৩৭) কে তার হেফাজত থেকে উদ্ধারকৃত মোবাইল ফোনটির (ব্যবহৃত ফেইসবুক আইডি) পর্যালোচনা সম্পন্ন না হওয়ায় আপাতত বিবি সাওদা (৩৭) কে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫৪ ধারায় বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হচ্ছে। মোবাইল ফোন এবং ব্যবহৃত ফেইসবুক আইডি এর পোস্ট সমূহ পর্যালোচনা শেষে বিবি সাওদা (৩৭) এর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অতএব, মহোদয় বর্নিত অভিযুক্তকে পরবর্তী কার্যক্রম অনুসরণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ পর্যন্ত জেল হাজতে আটক রাখার আদেশ দানে মর্জি হয়।

সংযুক্ত ঃ ১। মূল জব্দ তালিকা ০১ (এক) পাতা।

২। ভোলা সদর মডেল থানার জিডি নং-৩০৭ তারিখ ০৬/০৪/২৬ ইং

বিনীত
০৬/০৪/২০২৬
(মোঃ জুয়েল হোসেন খান)
বিপি-৮৯১৯২২৩৪৯২
এসআই (নিঃ)
সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল
জেলা গোয়েন্দা শাখা, ভোলা।
মোবাইল নং-০১৬৭০৬৯০৫৯০

আদালতে প্রেরণের নথি

৫৪ ধারায় পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার সময় ২৪ ঘণ্টা পার যাওয়ার আগে আদালতে সোপর্দ করার সুনির্দিষ্ট আইনি নির্দেশনা রয়েছে। সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে পুলিশ তাঁকে আদালতে প্রেরণ করে। আদালতে প্রেরণ করার নথিতে লেখা হয়েছে, 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

এ শাস্তি যোগ্য অপরাধের সাথে জড়িত মর্মে যৌক্তিকভাবে সন্দিগ্ধ হওয়ায় এবং মোবাইল ফোনটি বা ফেইসবুক পোস্ট সমূহ পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ তাৎক্ষণিক সম্ভব না হওয়ায় তাকে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫৪ ধারায় পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়।'।

অভিযোগ হিসেবে নথিতে বলা হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে "রাষ্ট এবং সরকার বিরোধী বিভিন্ন পোস্ট" করার অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া বিবি সওদা "সরকার, রাজনীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) সম্পর্কে বিভিন্ন পোস্ট" করার কথা স্বীকার করেছেন বলে এতে উল্লখ করা হয়েছে।

৭ এপ্রিল আদালতে তাঁর জামিন মঞ্জুর করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে তখন পর্যন্ত কোনো মামলা করা হয়নি।

ঘটনা ৪: ইসমত জেরিন ও পাটোয়ারী বাবু, ঢাকা (৭ এপ্রিল ২০২৬)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার মামলার বিচার ঘিরে ১২,০০০ কোটি টাকা লেনদেনের দাবি করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে এম এইচ পাটোয়ারী বাবু নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৭ এপ্রিল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। বাবু ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ছিলেন বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ফেসবুকে শেখ হাসিনার মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার, সাবেক আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, সাবেক চিফ

> আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ওই পোস্টে লাইক, শেয়ার ও অবমাননাকর মন্তব্যকারী ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার ও তাঁদের ডিভাইস জব্দের নির্দেশ দেন।

প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম এবং সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মোহাম্মদ শিশির মনিরের বিরুদ্ধে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা 'খাওয়ার' অভিযোগ করে পোস্ট করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ওই পোস্টে লাইক, শেয়ার ও অবমাননাকর মন্তব্যকারী ব্যক্তিদেরও গ্রেপ্তার ও তাঁদের ডিভাইস জব্দের নির্দেশ দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টটি ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত ৫০টি ফেসবুক আইডি শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধেও অভিযান চলছে বলে জানান প্রসিকিউটর।

পরে ৮ এপ্রিল দুপুরে প্রসিকিউটর তানভীর জোহার নেতৃত্বে একটি টিম রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বরের সেনপাড়া এলাকা থেকে অভিযুক্ত এমএইচ পাটোয়ারীর স্ত্রী ইসমত জেরিনকে আটক করে। ১২ এপ্রিল আদালতে হাজির হন মূল আসামি এম এইচ পাটোয়ারী (বাবু)। এদিন ট্রাইব্যুনাল পাটোয়ারী বাবুর স্ত্রী ইসমাত জেরিনকে ক্ষমা করেন, এবং আসামিকে দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেন।

ঘটনা ৫: হাসান নাসিম, ঢাকা (১৭ এপ্রিল ২০২৬)

১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় ডিবি পুলিশের একটি দল রাজধানীর আগারগাঁও এলাকা থেকে এ এম হাসান নাসিম নামের এক সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও অ্যাক্টিভিস্টকে তুলে নিয়ে যায়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) শফিকুল ইসলাম আমার দেশকে জানান, হাসান নাসিমের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য এবং রাষ্ট্রবিরোধী গুজব ছড়ানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে। তাকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তখন পর্যন্ত পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলা করেনি।

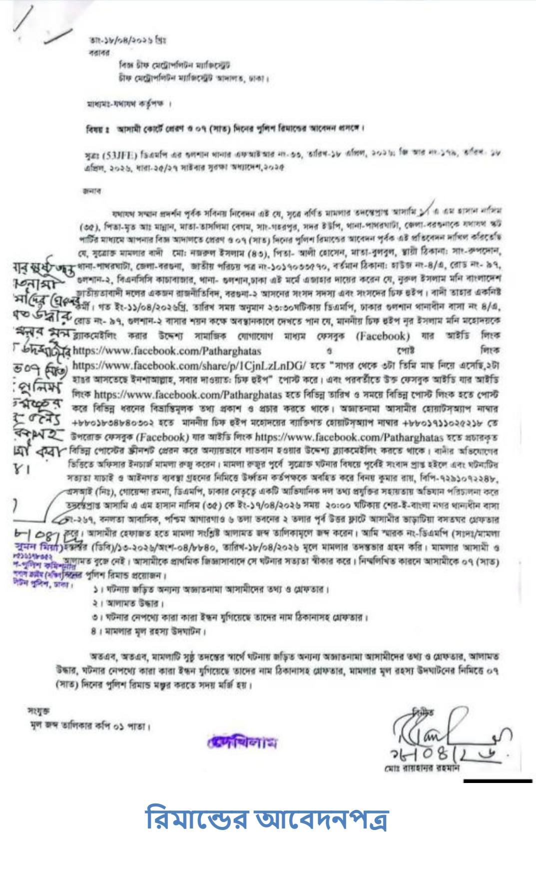

তাং-১৮/০৪/২০২৬ খ্রিঃ
বরাবর
বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা।

মাধ্যমঃ-যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ আসামী কোর্টে প্রেরণ ও ০৭ (সাত) দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (53JFE) ডিএমপি এর গুলশান থানার এফআইআর নং-৩৩, তারিখ-১৮ এপ্রিল, ২০২৬; জি আর নং-১৭৮, তারিখ- ১৮ এপ্রিল, ২০২৬, ধারা-২৫/২৭ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ,২০২৫

জনাব

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, সূত্রে বর্ণিত মামলার তদন্তেপ্রাপ্ত আসামি ১। এ এম হাসান নাসিম (৩৫), পিতা-মৃত আঃ মান্নান, মাতা-তাসলিমা বেগম, সাং-গহরপুর, সদর ইউপি, থানা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনাকে যথাযথ স্কট পার্টির মাধ্যমে আপনার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ ও ০৭ (সাত) দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন পূর্বক এই প্রতিবেদন দাখিল করিতেছি যে, সুত্রোক্ত মামলার বাদী মোঃ নজরুল ইসলাম (৪৩), পিতা- আলী হোসেন, মাতা-বুলবুল, স্থায়ী ঠিকানাঃ সাং-রুপদোন, থানা-পাথরঘাটা, জেলা-বরগুনা, জাতীয় পরিচয় পত্র নং-১০১৭০৩৩৫৭০, বর্তমান ঠিকানাঃ হাউজ নং-৪/এ, রোড নং- ৯৭, গুলশান-২, বিএনসিসি কাচাবাজার, থানা- গুলশান,ঢাকা এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, নুরুল ইসলাম মনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন রাজনীতিবিদ, বরগুনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এবং সংসদের চিফ হুইপ। বাদী তাহার একনিষ্ঠ কর্মী। গত ইং-১১/০৪/২০২৬খ্রি. তারিখ সময় অনুমান ২৩:৩০ঘটিকায় ডিএমপি, ঢাকার গুলশান থানাধীন বাসা নং ৪/এ, রোড নং- ৯৭, গুলশান-২ বাসার শয়ন কক্ষে অবস্থানকালে দেখতে পান যে, মাননীয় চিফ হুইপ নুর ইসলাম মনি মহোদয়কে ব্ল্যাকমেইলিং করার উদ্দেশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক (Facebook) যার আইডি লিংক https://www.facebook.com/Patharghatas ও পোষ্ট লিংক https://www.facebook.com/share/p/1CjnLzLnDG/ হতে "সাগর থেকে ৩টা তিমি মাছ নিয়ে এসেছি,২টা হাঙর আসতেছে ইনশাআল্লাহ, সবার দাওয়াতঃ চিফ হুইপ" পোস্ট করে। এবং পরবর্তীতে উক্ত ফেসবুক আইডি যার আইডি লিংক https://www.facebook.com/Patharghatas হতে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে বিভিন্ন পোস্ট লিংক হতে পোস্ট করে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করতে থাকে। অজ্ঞাতনামা আসামীর হোয়াটস্যাপ নাম্বার +৮৮০১৮৩৪৮৪০৩০২ হতে মাননীয় চিফ হুইপ মহোদয়ের ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ নাম্বার +৮৮০১৭১১০২৫২১৮ তে উপরোক্ত ফেসবুক (Facebook) যার আইডি লিংক https://www.facebook.com/Patharghatas হতে প্রচারকৃত বিভিন্ন পোস্টের স্ক্রীনশট প্রেরন করে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য ব্ল্যাকমেইলিং করতে থাকে। বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে অফিসার ইনচার্জ মামলা রুজু করেন। মামলা রুজুর পূর্বে সুত্রোক্ত ঘটনার বিষয়ে পূর্বেই সংবাদ প্রাপ্ত হইলে এবং ঘটনাটির সত্যতা যাচাই ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্তে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে বিনয় কুমার রায়, বিপি-৭২৯১০৭২২৪৮, এসআই (নিঃ), গোয়েন্দা রমনা, ডিএমপি, ঢাকার নেতৃত্বে একটি আভিযানিক দল তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান পরিচালনা করে তদন্তেপ্রাপ্ত আসামি এ এম হাসান নাসিম (৩৫) কে ইং-১৭/০৪/২০২৬ সময় ২০:০০ ঘটিকায় শেরে-ই-বাংলা নগর থানাধীন বাসা নং-২৬৭, বনলতা আবাসিক, পশ্চিম আগারগাও ৬ তলা ভবনের ২ তলার পূর্ব উত্তর ফ্লাটে আসামীর ভাড়াটিয়া বসতঘর গ্রেফতার করে। আসামীর হেফাজত হতে মামলা সংশ্লিষ্ট আলামত জব্দ তালিকামূলে জব্দ করেন। আমি স্মারক নং-ডিএমপি (সাদাঃ/মামলা হস্তান্তর (ডিবি)/১৩-২০২৬/অংশ-০৪/৮৮৪০, তারিখ-১৮/০৪/২০২৬ মূলে মামলার তদন্তভার গ্রহন করি। মামলার আসামী ও আলামত বুঝে নেই। আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। নিম্নলিখিত কারনে আসামীকে ০৭ (সাত) দিনের পুলিশ রিমান্ড প্রয়োজন।

১। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য অজ্ঞাতনামা আসামীদের তথ্য ও গ্রেফতার।
২। আলামত উদ্ধার।
৩। ঘটনার নেপথ্যে কারা কারা ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের নাম ঠিকানাসহ গ্রেফতার।
৪। মামলার মূল রহস্য উদঘাটন।

অতএব, অতএব, মামলাটি সুষ্ঠ তদন্তের স্বার্থে ঘটনায় জড়িত অন্যান্য অজ্ঞাতনামা আসামীদের তথ্য ও গ্রেফতার, আলামত উদ্ধার, ঘটনার নেপথ্যে কারা কারা ইন্ধন যুগিয়েছে তাদের নাম ঠিকানাসহ গ্রেফতার, মামলার মূল রহস্য উদঘাটনের নিমিত্তে ০৭ (সাত) দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করতে সদয় মর্জি হয়।

সংযুক্ত
মূল জব্দ তালিকার কপি ০১ পাতা।

দেখিলাম

নিবেদক
১৮/০৪/২৬
মোঃ রায়হানুর রহমান

রিমান্ডের আবেদনপত্র

পুলিশ আদালতে তাঁর ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে। আবেদনের নথিতে দেখা যায়, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূর ইসলাম মনিকে কিছু ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট পাঠিয়ে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগ করা হয়েছে। তবে চিফ হুইপ নন, বরং তাঁর “একনিষ্ঠ কর্মী” পরিচয় দেয়া জনৈক মোঃ নজরুল ইসলাম। রিমান্ডের আবেদনে পাথরঘাটা ডট কম পেইজ থেকে “সাগর থেকে ৩টা টিনা মাছ নিয়ে এসেছি, ২টা হাঙর আসতেছে ইনশাআল্লাহ, সবার দোয়াতে চিফ হুইপ” শীর্ষক পোস্টের উল্লেখ রয়েছে।

উল্লেখ্য, একটি অধিবেশনে সংসদ সদস্যরা আপ্যায়নের মেন্যু জানতে চাইলে চিফ হুইপ মজার ছলে বলেন 'তিমি ও হাঙর' পরিবেশন করা হবে। গণমাধ্যম দ্য ডেল্টা লেন্স এ সংবাদের সাথে একটি কার্টুন যুক্ত করে ফেসবুকে ফটোকার্ড পোস্ট করেছিল। হাসান নাসিম মূলত সেই কার্টুনই পোস্ট করেছিলেন।

যে পোস্ট নিয়ে অভিযোগ

রিমান্ডের আবেদনে ওই পোস্টের পাশাপাশি পাথরঘাটা ডট কম পেইজ থেকে “বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার” করার অভিযোগ আনা হয়।

উপসংহার

মাত্র ২৩ দিনে ৬টি গ্রেপ্তারের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্যাটার্নের অংশ। বাংলাদেশের জনগণ দীর্ঘদিন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছে, ৫৭ ধারা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এসব আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্খার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ডিজিটাল স্পেসে বাকস্বাধীনতা সংকুচিত হয়, এমন যে-কোনো পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিরত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র

এই প্রতিবেদনটি নিম্নলিখিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলোর ভিত্তিতে তৈরি:

১. "ময়মনসিংহে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট শেয়ার, জামায়াত–সমর্থক কারাগারে।" প্রথম আলো, ২৮ মার্চ ২০২৬। https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/06rv4tflzv

২. "প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুক পোস্ট শেয়ারের অভিযোগে একজন গ্রেপ্তার, ঠিক কী ঘটেছে?" বিবিসি বাংলা, ৪ এপ্রিল ২০২৬। https://www.bbc.com/bengali/articles/cd9v7qwgnllo

৩. "প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে পোস্ট শেয়ার করে গ্রেপ্তার, আলোচনা।" ডয়চে ভেলে বাংলা, ১ এপ্রিল ২০২৬। https://www.dw.com/bn/প্রধানমন্ত্রীকে-নিয়ে-পোস্ট-শেয়ার-করে-গ্রেপ্তার-আলোচনা/a-76617388

৪. "মুন্সিগঞ্জে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে কটুক্তির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার।" একুশে সংবাদ, ৩ এপ্রিল ২০২৬। https://www.ekusheysangbad.com/country/news/510055

৫. "মুন্সিগঞ্জে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুক পোস্ট, আ. লীগের মামলায় গ্রেপ্তার।" আমার বিক্রমপুর, ২ এপ্রিল ২০২৬। https://amarbikrampur.com/মুন্সিগঞ্জে-সাবেক-রাষ্ট্রপতি/

৬. "ভোলায় ৫৪ ধারায় নারী কর্মী গ্রেপ্তার, মুক্তির দাবি জানাল জামায়াত।" প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০২৬। https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/7ua86kvh1c

৭. "জামিন পেলেন ভোলায় গ্রেপ্তার জামায়াতের নারী কর্মী বিবি সওদা।" প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০২৬। https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/hfn60pszcn

৮. "হাসিনার মামলায় '১২০০০ কোটি টাকা লেনদেন' দাবি করে পোস্ট, নারী আটক।" জাগো নিউজ, ৯ এপ্রিল ২০২৬। https://www.jagonews24.com/law-courts/news/1108753

৯. "ফেসবুকে ট্রাইব্যুনাল নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি, ডিভাইস জব্দ।" প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০২৬। https://www.prothomalo.com/bangladesh/yikvrdzgho

১০. "পাটোয়ারী বাবুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি।" আজকের পত্রিকা, ১২ এপ্রিল ২০২৬। https://www.ajkerpatrika.com/national/ajpkl5ngk0kdq

১১. "ফেসবুকে ট্রাইব্যুনাল নিয়ে অবমাননাকর পোস্ট, দুমাসের সাজা।" কালবেলা, ১৩ এপ্রিল ২০২৬। https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/khobor/281830

১২. "বাসা থেকে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর নাসিমকে তুলে নিয়ে গেছে ডিবি।" আমার দেশ, ১৭ এপ্রিল ২০২৬। https://www.dailyamardesh.com/capital/amd1fx6prrmr0

এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত সংবাদ তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি। ক্রিডো'র সরেজমিনে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নয়।

ক্রাইসিস ডকুমেন্টেশন সেন্টার-ক্রিডো একটি স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগ যা ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংকট ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ডকুমেন্ট করে আসছে।

ভিজিট করুন ক্রিডোর ওয়েবসাইট: cridobd.org

ইমেইল: crido2020@gmail.com